দৈনিক সংবাদ
সংবাদ
তারিখ 10 NOV 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম
ঢাকা : মঙ্গলবার, ২৩শে কার্তিক, ১৩৯৪

58

মুদির দোকানে পরীক্ষার খাতা

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর বাজার থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার ১১৮টি উত্তরপত্রের অর্থাৎ পরীক্ষার খাতা উদ্ধার করা হয়েছে গত ৪ঠা নভেম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনও পরীক্ষা চলছিল। ডিগ্রী পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তরের খাতাগুলো উক্ত বাজারে বিক্রি করার সময় উদ্ধার করা হয়।

খবরটি পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উদ্বেগজনক। আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাধারে বিস্মিত ও উৎকন্ঠিত। এটা সহজেই বোঝা যায়।

যেটা সহজভাবে বোঝা গেল না তা হলো পরীক্ষার খাতাগুলো কীভাবে বেহাত হলো। আকস্মিকভাবে একজন পুলিশ সাব-ইনসপেক্টর পরীক্ষার উত্তরের খাতাগুলো দেখতে না পেলে এসব পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কী কৈফিয়ৎ দিতেন সেটা এখন অনুমান করা যায় না।

ভৈরব পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে এসব উত্তরপত্র ট্রেনে পাঠানো হয়েছিল। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, ট্রেনের গার্ড জানিয়েছে যে, একটা পার্সেল খোয়া গিয়েছে।

বিক্রয়কারী নির্মল দাস বলেছে যে, সে একজন ঝাড়ুদার। সে নাকি একজন বালকের নিকট থেকে এই খাতার বাণ্ডিল পেয়েছে। নরসিংদী রেল কলোনীর বাসিন্দা বলে নিজেকে দাবী করলেও নির্মল দাসকে ওই কলোনীর কেউ চেনে না।

খবরে নরসিংদী রেল ষ্টেশন কর্মকর্তাদের অসহযোগিতার অভিযোগ আনা হয়েছে। তারা নাকি নরসিংদী সরকারী কলেজের কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করেনি এ ব্যাপারে।

পরীক্ষার খাতাপত্র এক স্থান থেকে অন্যস্থানে পাঠানোর ব্যাপারে কী ধরনের সতর্কতা গ্রহণ করা হয়, তা সদ্য অনুষ্ঠিত পরীক্ষার উত্তরপত্র খোয়া যাওয়ার মধ্য দিয়ে কিছুটা আঁচ করা যায়।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হয়তো নিজেদের দায়িত্ব কতখানি সুষ্ঠুভাবে পালন করছেন, তার একটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারেন।

তবুও এই নির্মম সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না, তাদের দায়িত্ব পালনের নিষ্ঠার মধ্যে কোথাও একটা ফাঁক-ফোকর রয়েছে। নতুবা এমন একটা অভাবিত ঘটনা কীভাবে ঘটেছে।

পরীক্ষার খাতা উধাও-এর ঘটনা এটাই নতুন নয়। কয়েক বছর আগে এভাবে পরীক্ষার খাতা পাওয়া গিয়েছিল বংশালে এই সংবাদ-এর সামনে আকস্মিকভাবে। বেচারা খ.তার বাণ্ডিলটা রেখে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েই ধরা পড়েছিল। সেও একইভাবে পরীক্ষার খাতা পায় অর্থাৎ অসতর্ক মুহূর্তে বাস থেকে পরীক্ষার খাতার কয়েকটি বাণ্ডিল সরিয়ে ফেলেছিল। এবারও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কখনো বা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক খাতা নিয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে অসতর্ক থাকেন। পার্সেল পাঠানো হল। তাও আবার ট্রেনে। সঙ্গে কোন ব্যক্তিকে দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে, এমন আভাস খবরে নেই। ধরে নিতে পারি, কর্তৃপক্ষ কাজটা রুটিনমাফিক করেছেন। খাতা গন্তব্যস্থলে না পৌছানো পর্যন্ত এ ধরনের চুরির ক্ষেত্রে কিংবা খাতা কোন না কোনভাবে খোয়া যাওয়ার জন্য কে দায়ী হবেন, তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখেন না। তার চেয়েও বড় কথা পরীক্ষার খাতা গায়েব হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের অবস্থা কি দাঁড়াবে সে কথাটা কর্তৃপক্ষ কি কখনো ভেবেদেখেছেন?

এ কথা আমাদের স্বীকার করা ভাল দেশের সর্বত্র সকল বিভাগে ও দপ্তরে তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে শৈথিল্য, অমনোযোগিতা ও অবহেলা কাজ করছে। এখানে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও যোগাযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য এই একটি ক্ষেত্রে নেই এমন অহঙ্কার আমরা করতে পারি। ফাইল হারানো বা গায়েব হয়ে যাওয়া, মালামাল উধাও কিংবা চুরি তো স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত।

অভাবিত বা আকস্মিক কিছু ঘটতে পারে না এমন কথা কেউ বলবেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পরিষ্কার খাতার পার্সেল উধাও কোন দুর্ঘটনা-বশে হয়নি এটা তো স্পষ্ট প্রতিবেদন থেকেই।

তাই অতীতের নজির থাকার পরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এমন নিশ্চিন্ত ভরসায় ট্রেনে খাতাগুলো পার্সেল করে পাঠালেন কোন্ বিবেচনায়? ট্রেনে বাসে মাল বহনের কাজকারবার তাদের অজানা নয়। তারা তো এদেশেরই লোক। লাগেজ ভ্যানের সীল-ছাপ্পর অবিকৃত থাকে, তালা বন্ধ থাকে, কিন্তু ভেতরে খাঁ খাঁ এ কাহিনী নতুন নয়। 'মাল নিজ দায়িত্বে রাখুন' কিংবা 'পকেটমার থেকে সাবধান' বাস ট্রেনে এ ধরনের লেখাটা তো এমন নয় যে, না শুনলেও চলবে। একেবারে বৈষয়িক ক্ষতির ব্যাপার। সেখানে প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত নেই বলে এ ধরনের গা ছেড়ে দেওয়া দায়িত্ব পালন কখনো যে সর্বনাশের কিনারে (এ ক্ষেত্রে অবশ্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের) নিয়ে ফেলতে পারে, সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের শিক্ষাঙ্গনের অভিভাবকগণ ভবিষ্যতে আরও সতর্কতা অবলম্বন করবেন এটাই তাদের কাছে বিনীত নিবেদন।